

শ্রমকোড বাতিল এবং সেলস প্রমোশন এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন অফ সার্ভিস) অ্যাক্ট ১৯৭৬ পুনর্বহালের দাবিতে কর্মসূচি

কোভিড পরিস্থিতির সময় থেকে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বহু লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর অর্জিত যে শ্রম আইনগুলি ছিল সেগুলিকে পরিবর্তন করে শ্রমিক শ্রেণীর উপর মালিকপক্ষের ইচ্ছামতন দমন পীড়ন চালানোর পথকে সহজ করার উদ্দেশ্যে ২৯টি শ্রম আইনের পরিবর্তন করে চারটি কোডে রূপান্তরিত করার অপচেষ্টা শুরু করে। এর প্রতিবাদে সারাদেশের শ্রমিক শ্রেণী গর্জে ওঠে, যার ফলে সরকারের শ্রমকোড প্রণয়নের এই অপচেষ্টা কিছুটা হলেও স্থিমিত হয়ে যায়।

বিগত ২১শে নভেম্বর ২০২৫ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার প্রচলিত ২৯টি শ্রম আইন বিলুপ্ত করে ৪টি শ্রম কোড চালু করে কোনরকম বিধি লাগু না করেই, যা কোন ভাবেই আইনসম্মত নয়। সারা দেশের শ্রমিকশ্রেণী এই কালা শ্রম-কোড বাতিলের দাবিতে আবার গর্জে ওঠেন। আমাদের সর্বভারতীয় সংগঠন এফএমআরএআই-এর ডাকে ডব্লিউবিএমএসআরইউ ২৬শে নভেম্বর এবং ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৭ই ডিসেম্বর ৩দিন সারা রাজ্যে বিভিন্ন শ্রম দপ্তর, জেলাশাসকের দপ্তর এবং কলকাতায় কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর নিজাম প্যালেসে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংঘটিত করা হয়। বিভিন্ন সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন এবং এফএমআরএআই সহ অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেডারেশনের যৌথ মঞ্চ সর্ব-সম্মতিক্রমে এই জনবিরোধী, শ্রমিক বিরোধী কালা শ্রম আইনের বিরোধিতায় এবং বিলুপ্তির দাবিতে ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়, যদিও মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে পরিবহন শিল্পকে এই ধর্মঘটের আওতার বাহিরে রাখা হয়েছিল।



এর পর ৪ পাতায়

কাউন্সিল আন্দোলনের ফসল দাবীসনদের মীমাংসা

ফ্রাঙ্কো : দুটি ধারাবাহিক দাবিসনদ সাক্ষরিত

বহু অপেক্ষা, তীব্র লড়াই, জল্পনা ও বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে গত ৯ই মে ফ্রাঙ্কো কর্তৃপক্ষ ও নেগোসিয়েটিং কমিটির মধ্যে ঐতিহাসিক দুটি ধারাবাহিক দাবীসনদের মীমাংসা হল। ফ্রাঙ্কোর অন্তর্গত তিনটি ডিভিশনের ফিল্ডকর্মীদের জন্য এই দাবীসনদের দীর্ঘমেয়াদি সুবিধাগুলি প্রসারিত হবে। ২০২১ সাল থেকে দাবীসনদ অমীমাংসিত ছিল, পরবর্তী সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি এই কোম্পানীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরম্পরা, অন্যান্য বদলী, ছাঁটাই, সাসপেনসন সহ বিভিন্ন দমন পীড়নের ঢেউ আছড়ে পড়ে। এক সপ্তাহে দশটিরও বেশী বদলী ও শোকজ নোটিশ পরিলক্ষিত হয়।



এর প্রতিবাদে ফিল্ডকর্মীরা লাগাতার ধর্মঘট পালন করেন। এছাড়াও ব্যাগ ডাউন সহ ফ্ল্যাশ স্ট্রাইক কর্মসূচী পালিত হয়। একসময় মনে হচ্ছিল, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তলানিতে ঠেকে যাচ্ছে।

এফএমআরএআই এর সঠিক রণনীতি ও সর্বভারতীয় কাউন্সিল ও নেগোসিয়েটিং কমিটির পরিণত সিদ্ধান্ত এবং কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ পুনরায় সমাধানের রাস্তা দেখায় এবং পরিশেষে ৯ই মে দুটি ধারাবাহিক দাবীসনদে সিলমোহর পড়ে। তিনটি ডিভিশনের ক্ষেত্রে দুটি দাবীসনদের পর্যায়কাল নিম্নরূপ—

(ক) ফ্রাঙ্কো এফআইপি (১ম— ১.১১.২১ থেকে ৩০.৪.২৫, ২য়— ১.৫.২৫ থেকে ৩১.১০.২৮)।

(খ) ডায়াবেটিস (১ম— ১.৫.২২ থেকে ৩১.১০.২৫, ২য়— ১.১১.২৫ থেকে ৩০.৪.২৯)।

(গ) জিন্দা (১ম— ১.১১.২৩ থেকে ৩০.০৬.২৬, ২য়— ১.১৭.২৬ থেকে ৩১.১২.২৯)

প্রথম দাবীসনদের সুবিধাগুলি ১২২৩ জন ফিল্ডকর্মীদের জন্য প্রসারিত হবে যার মধ্যে ৪৮৯, ৩০৯ ও ৪২৫ জন যথাক্রমে এফআইপি, ডায়াবেটিস ও জিন্দায় কর্মরত। ফিল্ডকর্মীদের গড় বেতন বৃদ্ধি ৩৫০১ টাকা, এছাড়া ২৫০ টাকা ইন্টারনেট পরিষেবায় বৃদ্ধি ও ২০টাকা দৈনিক ভাতায় পরিমার্জিত হয়। দ্বিতীয় দাবীসনদের গড় বৃদ্ধি ৩৬০০ টাকা, যা প্রসারিত হবে প্রায় ১০৩৬ জন ফিল্ডকর্মীর জন্য (এফআইপি—৪৫৫, ডায়াবেটিস—২৪০, জিন্দা—৩৪১)

পরিমার্জিত হারে ট্রাভেল ফ্যার-এর ক্ষেত্রেও একটি মড সাক্ষরিত হয়।

এই সাফল্যের পাশাপাশি বেশ কিছু ইস্যু ও জটিলতা এখনও বিদ্যমান। দেশের সরকার ও শ্রমিক বিরোধী অনমনীয় মনোভাবের বিপরীতে দীর্ঘ আলোচনার ফসল এই দাবীসনদের মীমাংসা। এই কর্মসূচী সুচারুভাবে সম্পন্ন হলেও বেশ কিছু ফিল্ডকর্মীদের বিরুদ্ধে ঘটে চলা অন্যান্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগঠনের আন্দোলন বিদ্যমান। এই আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছেন সংগঠন ও কাউন্সিলের চিহ্নিত নেতৃবৃন্দ। আমাদের রাজ্যসহ গোটা দেশে অনুরূপ ঘটনাবলীর সূষ্ঠ মীমাংসার পক্ষে আমরা আশাবাদী।

আগামীদিনে কর্তৃপক্ষের ওপর চাপবৃদ্ধি করে উক্ত ইস্যুগুলির সমাধানের রাস্তা তৈরী করাই হবে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রকৃত পরীক্ষা।

লুপিন : নবম দাবীসনদ সাক্ষরিত



২০শে মার্চ ২০২৬, লুপিন কোম্পানীতে ধারাবাহিক নবম বেতনচুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই কোম্পানীতে কর্মরত ১৪৮ জন ফিল্ডকর্মীর জন্য এই দাবীসনদের লাভ সম্প্রসারিত হবে। ১লা জুলাই ২০২৩ থেকে চার বছরের সময়কাল অর্থাৎ ৩০শে জুন ২০২৭ অবধি এই দাবীসনদের মেয়াদ বলবৎ থাকবে। I.D. Act (1947-এর 2(P) ধারায় এই দাবীসনদ সাক্ষরিত হয়। এই দাবীসনদের গড় বৃদ্ধি ৫৭১১ টাকা যার সর্বনিম্ন বৃদ্ধি ৩৫৯৮ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১৭৬৯৩, যার ৬০ শতাংশ মজুরী ও বাকি ৪০ শতাংশ মজুরী বহির্ভূত অংশ। বর্ধিত বেতন ৭০:১০:১০:১০ হারে চার বছরে বিতরণ করা হবে। প্রথম বছরে একজন ফিল্ডকর্মী ২৫ শতাংশ হারে HRA পাবেন এবং বর্ধিত অংশটি পাবেন চতুর্থ বছরে।

লুপিন কর্তৃপক্ষের শ্রমিক বিরোধী কার্যকলাপের নমুনা স্বরূপ ক্রমাগত তারা বেতন চুক্তি বহির্ভূত ফিল্ডকর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছেন। আর এই আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোম্পানীতে কর্মরত সকল ফিল্ডকর্মীদের নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গঠন এবং আগামী দিনে সব অংশের ফিল্ডকর্মীদের জন্য বেতন চুক্তি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা জারি থাকবে আমাদের।

সম্পাদকীয়

বর্তমান ভারতের শাসক দল ব্যক্তি পুঁজির উপাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যক্তি পুঁজির ধর্ম, দেশ, কাল, বর্ণ, ভাষা ব্যতিরেকে মুনাফার পাহাড় গড়া। আর এই কাজ করতে দেশে দেশে পুঁজিবাদী মদতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে পুঁজিবাদের তল্লাহবাহক সরকার যাদের একমাত্র লক্ষ্য এমন সব সরকারি নীতি গ্রহণ করা যার দ্বারা দেশীয় এবং বহুজাতিক সংস্থা সহজেই মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলতে পারে। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিষ্ঠিত বিজেপি রাজনৈতিক দল হিসেবে এই একই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার। তারই প্রকাশ ঘটেছে প্রাক স্বাধীনতার আমল থেকে হাল আমলের সময়সীমা পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর বহু সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত ২৯ টি শ্রম আইনকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে বিলুপ্তি ঘটিয়ে চারটি শ্রম কোডের প্রচলন করার মধ্য দিয়ে।

২০১৯ ও ২০২০ সালে সংসদে পাস করিয়ে নেওয়া শ্রমকোড গুলি আইন রূপে জারি করতে কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা করে দীর্ঘ পাঁচ বছর। কারন ছিল দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সম্মিলিত প্রতিরোধ। কিন্তু ২০২৫ সালে কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফলে মানসিকভাবে বলিয়ান হয়ে ২১শে নভেম্বর ২০২৫, সকল আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে ৪টি শ্রম কোড একতরফা ভাবে লাগু করে বিজেপি সরকার। কোড লাগু হলেও বাকি থেকে যায় কোডের বিধি সমূহের প্রচলন। গত ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৫ কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রক উপরিউক্ত ৪টি কোডের খসড়া বিধি প্রকাশ করে দেয় এবং ঘোষণা করে শ্রমিক সংগঠনগুলি সংশোধনী পাঠাতে পারে। দায়িত্বশীল শ্রমিক সংগঠন হিসাবে FMRAI তার সংশোধনী গুলি পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের সাথে আলোচনার দাবী জানায়।

ইতিমধ্যে দেশে পশ্চিমবঙ্গ সহ ৫টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের অব্যবহিত পরেই ৮ই মে ২০২৬ কেন্দ্রীয় সরকার ৪টি শ্রমকোডের বিধিগুলি মালিকের স্বার্থে আরো পরিবর্তন এনে ঘোষণা করে দেন। কিন্তু FMRAI এর দাবি গুলো সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত থাকে।

ওয়েজ কোড চালু হয়েছে ৪টি শ্রম আইনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে যার মধ্যে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ, সঠিক সময়ে বেতন প্রদান, বোনাস পাওয়ার আইনি অধিকারগুলি পড়ে। ঘোষণা করা হল রাজ্যসরকারগুলো স্কিল্ড, সেমিস্কিল্ড, আনস্কিল্ড এই মাপ কাঠির ভিত্তিতে ন্যূনতম বেতন ঘোষণা করবে এবং তা কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক দ্বারা সর্বভারতীয় স্তরে ঘোষিত ন্যূনতম বেতনের কম হবে না। এক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি “হাইলি স্কিল্ড” মাপকাঠিটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হল ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে। কিন্তু এখনো সর্বভারতীয় স্তরে ন্যূনতম বেতনের ঘোষণা করা হল না, বা কিভাবে সেটা নির্ধারণ হবে সেটাও বলা হল না। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের যে মাপকাঠি ১৫ তম ইন্ডিয়ান লেবার কংগ্রেস, ১৯৫৭ সালে প্রকাশ করেছিল তা খসড়া বিধিতে থাকলেও মূল বিধিতে জায়গা পায়নি। নতুন কোডে দৈনিক কাজের সময়সীমা নিয়ে নির্দিষ্টকরণ করা হয়নি। সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টাকে নানাভাবে ভাগ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তাহে ৬ দিন ৮ ঘন্টা করে অথবা ৪ দিন ১২ ঘন্টা করে কাজের কথা অথবা বিশ্রামের সময়সহ ৯ ঘন্টা কাজের সময়সীমা কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু ৮ ঘন্টার অতিরিক্ত কাজে প্রতি ঘন্টায় ২ ঘন্টার বেতন ওভারটাইম হিসেবে দেবার যে আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল তার কি হবে? কোন উল্লেখ নেই, তাই ওভারটাইমের বেতন নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

নতুন কোডের মধ্যে একটি হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড যার ভয়াবহতা মারাত্মক। এই কোডে অন্যান্য অসাম্যের পাশাপাশি রয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগ। অর্থাৎ যে ব্যবস্থাটিকে আমরা জানি “ফিল্ড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট” হিসাবে। নিয়োগের সময়সীমা শেষ তো তোমার কর্ম জীবন শেষ। আর এই সময়সীমা যদি ১ বছরের কম হয় তবে গ্রাচুইটির পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

ইতিমধ্যেই বহু টালবাহনার পর বিগত রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিপন্ন কর্মীদের জন্য ন্যূনতম মজুরির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন গত ১৭ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখে। ২০১১ সালের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আমাদের সর্বভারতীয় সংগঠন এফ. এম. আর. এ. আই. এর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সেলস্ প্রমোশন এমপ্লয়িজ এ্যাক্ট, ১৯৭৬ আইনটি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের পাশাপাশি আরও দশটি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে কেন্দ্রীয় সরকার তার ক্ষমতা বলে। সেই শিল্প গুলি হল— ১) কসমেটিক্স এন্ড হাউসহোল্ড ক্লিনারস এ্যাক্ট ডিসইনফেকটেন্ট, ২) রেডিমেড গার্মেন্টস, ৩) আয়ুর্বেদিক, ইউনানী, হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, ৪) সার্জিক্যাল ইকুইপমেন্ট, ৫) সফটড্রিঙ্ক, ৬) অটোমোবাইল এবং এ্যাক্সেসরিজ, ৭) ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ, ৮) ইলেকট্রিক্যাল এ্যাপ্লায়েন্সেস, ৯) পেইন্টস এবং ভার্নিস, ১০) কনফেক্সনারস এই ১০টি শিল্পের বিপণন কর্মীরা এই আইনের আওতায় আছেন। এদের সম্পর্কে কিছু বলা হল না নব ঘোষিত রাজ্য সরকারের ন্যূনতম মজুরীর ঘোষণা পত্রে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারী কোডের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য প্রকট। স্বচ্ছতার কোন চিহ্ন নেই সেখানে। অতীতের শ্রমিক বিরোধী, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের দাবীর স্বপক্ষে আমাদের লড়াই জারি ছিলো আর বর্তমানের ডবল ইঞ্জিন খেতাবধারী নতুন সরকারের আমলেও নতুন করে আরও তীব্র আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করতে হবে আমাদের।

শোক বার্তা :

সুকুমার মুখার্জী : ডব্লিউএমএসআরআইউ-এর কলকাতা জেলার অন্তর্গত অবিভক্ত মধ্য কলকাতা আঞ্চলিক কমিটির সদস্য ছিলেন জনসন এ্যান্ড জনসন কোম্পানীর ফিল্ডকর্মী সুকুমার মুখার্জী। গত ১০ই মে ২০২৬ সর্বজনপ্রিয় সুকুমার মুখার্জী প্রয়াত হয়েছে। তার হৃগলি জেলাস্থিত বর্তমান বাসভবনে। সদালাপি, বন্ধুবৎসল, পরোপকারী সুকুমার মুখার্জী একদিকে ছিলেন স্পষ্ট বক্তা অপর দিকে সংগঠনের প্রতি একনিষ্ঠ। বামপন্থার প্রতি অবিচল আস্থা তাকে নিজ কোম্পানী ও ফিল্ডকর্মী আন্দোলনের এক দৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। জনসন এ্যান্ড জনসন কাউন্সিলের অন্যতম নেতৃত্ব হিসাবে গ্রীভাল ও নেগোশিয়েটিং কমিটির সদস্য হিসাবে দীর্ঘ দায়িত্ব পালন করেন। ফিল্ডকর্মী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালনের কারনে বারংবার তাকে কর্তৃপক্ষের হেনস্থার স্বীকার হতে হয়। তার প্রয়াণে আমরা গভীর শোকাহত এবং তার পরিবারের প্রতি সংগঠন জানায় আন্তরিক সমবেদনা।



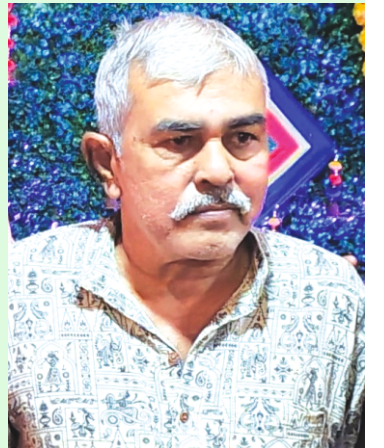
অঞ্জন ঘোষ : দেজ মেডিক্যালের ভোগ্য পন্য (সিপিডি) বিভাগের প্রাক্তন কর্মী ছিলেন অঞ্জন ঘোষ। সাংগঠনিক ভাবে কলকাতা জেলার পূর্ব কলকাতা এবং পরবর্তী কালে বেলেঘাটা আঞ্চলিক কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। দেজ মেডিক্যাল কোম্পানীর অন্তর্গত কাউন্সিলের জোনাল কনভেনর এবং নেগোসিয়েটিং কমিটির সদস্য হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০১৯ সালে চাকুরি জীবন শেষ করেন। তিনি তার নিজ কোম্পানির ভিতর এবং সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে ভোগ্যপণ্য বিপণনে নিযুক্ত ফিল্ড কর্মীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। আমরা তার মৃত্যুতে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাচ্ছি হार्দিক সমবেদনা।



তরুণ কান্তি বিশ্বাস : গভীর শোক ও শ্রদ্ধার সাথে জানানো যাচ্ছে যে এফএমআরআই তথা ডব্লিউএমএসআরআইউ-এর প্রাক্তন সদস্য আমাদের সকলের প্রিয় তরুণ কান্তি বিশ্বাস (টি কে দা) গত ৩০ শে মে ২০২৬ তারিখে বিকেল পাঁচটায় কলকাতার সিএমআরআই হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। মেডিকেল ও সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভদের অধিকার আদায় ও রক্ষার দাবিতে তিনি আজীবন আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। ১৯৭০ সালে তদানীন্তন জার্মান রেমেডিস কোম্পানির বোরিংয়ার ইঙ্গেলহেম বিভাগে যোগদানের পর থেকেই এফএমআরআই-এর নেতৃত্বে কাউন্সিল আন্দোলনের মাধ্যমে ওই কোম্পানিতে ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার আদায়ের লড়াইতে সামিল হন। ১৯৮২ সালে চাকরি সুত্রে কলকাতায় স্থানান্তরিত হন এবং পশ্চিমবঙ্গে মেডিক্যাল ও সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮৪ সাল থেকে ২০০৮ সালে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত টিকে দা জার্মান রেমেডিজ কোম্পানিতে Consultative Cum Relation Committee (CCRC সদস্য) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আজ তাঁর প্রয়াণে মেডিক্যাল ও সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভদের আন্দোলনের এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হল। আমরা তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকাহত এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের, সহকর্মী ও অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।



গৌতম সেনগুপ্ত : আজীবন সংগঠনের প্রতি দায়বদ্ধ ও নিষ্ঠাশীল এবং আপোষহীন একজন লড়াকু সদস্যের নাম গৌতম সেনগুপ্ত। প্রথম জীবনে এফডিসি কোম্পানির সহযোগী সংস্থায় ফিল্ড কর্মী হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে র্যানব্যাক্সি কোম্পানির রেক্সটার ডিভিশনে কর্মরত ছিলেন তিনি। পরবর্তী সান ফার্মা দ্বারা র্যানব্যাক্সি কোম্পানি অধিগৃহীত হওয়ার পর তার চাকুরি সান ফার্মা কোম্পানিতে স্থানান্তরিত হয় এবং তিনি পুরুলিয়া জেলায় কর্মরত হন। আদতে তিনি ছিলেন উত্তর ২৪ পরগণার দমদম অঞ্চলের বাসিন্দা। একজন আপসহীন সংগ্রামী সদস্য হিসাবে কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি লড়াই-এ নেতৃত্ব দিয়েছেন তার নিজ কোম্পানিতে। পরবর্তীকালে শারিরিক অসুস্থতার কারণে তার জীবনাবসান ঘটে। এইরূপ একজন লড়াকু সাথীর প্রয়াণে আমরা শোকাহত এবং সমবেদনা জানাই তার পরিবারের প্রতি।



কোম্পানীগত আন্দোলন

এরিস-এর ভেনাস ডিভিশনের SPE-দের চাকরিচ্যুতি ও স্থানান্তরিকরণ—আমরা সবাই ইতিমধ্যেই অবগত যে, M/s. Eris Life Sciences Limited তাদের ভেনাস ডিভিশনের সমস্ত ব্র্যান্ড M/s. Zorvia Healthcare Limited-এর কাছে বিক্রি করেছে। এই বিষয়টি ভেনাস ডিভিশনের ফিল্ড কর্মীদের ৭ই মে, ২০২৬ তারিখে ম্যানেজমেন্টের আয়োজিত একটি অনলাইন মিটিংয়ের মাধ্যমে জানানো হয়।

আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ১১ই মে, ২০২৬ তারিখে ম্যানেজমেন্টের কাছে একটি দাবি-পত্র পাঠানো হয়েছে। সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ফিল্ড কর্মীদের যাতে মসৃণ, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্তভাবে স্থানান্তর করা হয় চাকির এরিস-এর অন্যান্য ডিভিশনে, তাদের বর্তমান হেডকোয়ার্টার বজায় রেখে অবিলম্বে কাজের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা হয়, সেই দাবি জানানো হয়েছে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি যে, ভেনাস ডিভিশনের বেশ কয়েকজন ফিল্ড কর্মীকে অন্যান্য ডিভিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং বাকি ফিল্ড কর্মীদের বিষয়ে ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য সংগঠনের নির্দেশে সমস্ত ফিল্ড কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে এবং তাদের অন্যান্য ডিভিশনে অন্তর্ভুক্তি ও বিদ্যমান পরিষেবা বজায় রেখে, হেডকোয়ার্টার-এর পরিবর্তন ছাড়াই, উপযুক্ত সেলস প্রমোশন কাজ নিশ্চিত করার দাবিতে এরিস ম্যানেজমেন্টের কাছে অবিলম্বে ডেপুটেশন, আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ভেনাস ডিভিশনের ক্ষতিগ্রস্ত ফিল্ড কর্মীদের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করে তাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করার কাজ অবিলম্বে শুরু হয়েছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্ত ফিল্ড কর্মীদের নতুন কোম্পানিতে তাদের বর্তমান কাজের জায়গায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ফিল্ড ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর্মসূচি চলবে।

ডি.আর.এল—একটি বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে এই কোম্পানি Voveran নামক brand টির marketing স্বত্ত্ব গত ৫ বছর আগে Novartis কোম্পানি থেকে গ্রহণ করে। বর্তমানে এই মার্কেটিং স্বত্ত্ব শেষ হয়ে যাওয়াতে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী ১৪৭ জনকে optimisation এর নামে একপ্রকার ছাঁটাইয়ের প্রস্তুতি নেয়। সেইমতো পশ্চিমবঙ্গে ৫ জন ফিল্ড কর্মীর চাকরীচ্যুতি হয়, যাদের মধ্যে একজন মহিলা ফিল্ড কর্মীও আছেন। ১ জন বাদে বাকিদের অন্য কোন division এ স্থানান্তরিত করা হয়নি। বারংবার সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে এই বিষয়টি তুলে ধরা সত্ত্বেও আমাদের সদস্যদের এখনও অন্য কোন division এ স্থানান্তরিত করা হয় নি। এর বিরুদ্ধে গত ২২ শে মে ২০২৬ কোম্পানির সল্টলেকের অফিসের সামনে রাজ্য সংগঠনের নির্দেশে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। এই কর্মসূচিতে প্রায় ৫৫ জন সদস্য কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও মাসের শেষে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য সব ধরনের অনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ করা এই কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কাছে এক নিতানৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রম অধিকার সুনিশ্চিত করার দাবিতে কোচবিহারে জেলা বার্ষিক সাধারণ সভা

১৭ মে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী কালা শ্রম কোড অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানানো হলো ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়ন কোচবিহার জেলা ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায়। সেলস প্রমোশন এমপ্লয়ীদের অধিকার হরণের চক্রান্ত বন্ধ করে তাঁদের শ্রম অধিকার সুনিশ্চিত করা, তাঁদের ওপর সমস্ত ধরনের দমন পীড়ন বন্ধ করার



দাবি সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে আগামী দিনে আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করার শপথ নিয়ে রবিবার কোচবিহার কর্মচারী ভবনে এই সভা হয়। উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য নেতা অভিজিৎ গাঙ্গুলি। উপস্থিত ছিলেন দীপঙ্কর পাল, অমিতশঙ্কর রায়, সিআইটিইউ কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক জগৎজ্যোতি দত্ত প্রমুখ। সভা উপলক্ষে কোচবিহার শহরের নামকরণ করা হয় জে অখিলেশ নগর এবং সম্মেলন মঞ্চের নামকরণ করা হয় সুব্রত শীল মঞ্চ। প্রতিবেদন পেশ করেন অরবিন্দ দাস। পেশ করা প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় অংশ নেন ২২জন প্রতিনিধি।

দেশের প্রত্যেক মানুষের কাছে স্বল্পমূল্যে সাধারণ ও জীবনদায়ী ওষুধ পৌঁছে দেওয়া, ১৯৭৬ সালের সেলস প্রমোশন আইন রক্ষা করা, দেশি ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে স্বল্প মূল্যে ওষুধ প্রস্তুত করা, ওষুধের ওপর জিএসটি প্রত্যাহার করা সহ বিভিন্ন দাবিতে আগামী দিনের আন্দোলনকে তীব্র করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এদিনের সভায়।

এছাড়াও বিপণন কর্মী পদে অধিক সংখ্যক মহিলা ফিল্ড কর্মী নিযুক্ত করা, সমকাজের সমবেতন, মহিলা ফিল্ড কর্মীদের ২৬ সপ্তাহ সবেতন মাতৃহকালীন ছুটি অনুমোদন, মহিলা ফিল্ড কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের দাবিতেও এদিন প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভা পরিচালনা করেন দেবজিৎ রায়, দেবর্ষী চক্রবর্তী ও অমিত সরকারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। এই সভায় ৪ : ১ অনুপাতে মোট ১৬৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

ডব্লিউএমএসআরইউ,-এর ১৮তম রাজ্য জেনারেল কাউন্সিল সভার অভ্যর্থনা সমিতি গঠন

কোচবিহার ‘সাহিত্য সভা’ হলে গত ৩১-এ মে, ২০২৬-এ গঠিত হলো ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়ন-এর ১৮তম রাজ্য জেনারেল কাউন্সিল সভা উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতি। আগামী ১১, ১২ ও ১৩ই সেপ্টেম্বর কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়ন-এর ১৮তম রাজ্য জেনারেল কাউন্সিল সভা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধিরা। সভার সূচনায় সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক অরবিন্দ দাস।

এরপর বক্তব্য রাখেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়ন-এর রাজ্য সভাপতি এবং এফএমআরএআই-এর সহ-সভাপতি সুভাংশু ভট্টাচার্য্য, রাজ্য কোষাধ্যক্ষ ও এফএমআরএআই-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য টিঙ্কা মাজি, রাজ্য সহ-সভাপতি অমিত শঙ্কর রায়, AHSD-এর ডাঃ নিরঞ্জন দাস, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী মধুছন্দা সেনগুপ্ত, ১২ জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে স্নেহাশিস ঘোষ এবং BEFI-এর পক্ষ থেকে শুভঙ্কর দাস।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সহ-সভাপতি দেবব্রত মজুমদার, রাজ্য সহ-সভাপতি দীপঙ্কর পাল, সিআইটিইউ-এর কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক জগৎজ্যোতি দত্ত, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ধীরাজ কুমার রায়সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

সভার শেষে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও এফএমআরএআই-এর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সুমন ভট্টাচার্য্য। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়, যার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন ডাঃ নিরঞ্জন দাস। পাশাপাশি, আসন্ন রাজ্য জেনারেল কাউন্সিলকে সর্বস্বীনভাবে সফল করে তুলতে আটটি পৃথক সাব-কমিটিও গঠন করা হয়েছে। জেনারেল কাউন্সিল সভাকে কেন্দ্র করে একটি লোগো উদ্বোধন করেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে দেবজিৎ রায়, অরবিন্দ দাস ও বিশ্বজিৎ সাহা।

সমগ্র সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি দেবজিৎ রায়।



জ্বালানীর জ্বলনে মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া

যখন কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলেন—“তেল কম ব্যবহার করুন, অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন, এক বছর সোনা কিনবেন না, সারের ব্যবহার অর্ধেক করুন, বাড়ি থেকে কাজ করুন”—তখন বুঝে নিতে হয় যে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছে। প্রধানমন্ত্রীর এই “স্বেচ্ছায় কৃচ্ছসাধনের” মধ্যে লুকিয়ে আছে ভারতের বিদেশী মুদ্রার চাপ, জ্বালানীর আমদানী নির্ভরতা, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, ক্ষয়িষ্ণু কর্ম সংস্থান। সোনা কেনা যাবে না, রান্নার তেলে সাশ্রয় চাই-কারণ—“হাল্লা চলেছে যুদ্ধে”। উদ্বেগের বিষয় হলো—এই সংকট মোকাবিলার দায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। অন্যদিকে কর্পোরেট মুনাফা, অপ্রয়োজনীয় সরকারী ব্যয়, নীতিগত ভুল নিয়ে সরকার তত চিন্তিত নয়। আর এটাই আজকের দিনে ভারতের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের ক্ষয়চিত্র। বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারে যাতে টান না পড়ে সেইজন্য বিদেশযাত্রাসহ যে সমস্ত কাজে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়, তা বন্ধ করতে বা কমাতে বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ যাত্রায় কি বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয় না? মোদীর চলতি বিদেশ সফরে আনুমানিক ৭৯ কোটি টাকা খরচ হতে পারে বলে জানা গেছে। এই বিলাসিতার কোন কমতি না করেই দেশবাসীর ওপর কৃচ্ছসাধনের বোঝাকে বাধ্যতামূলক ভাবে চালানোর বন্দোবস্ত করেছে মোদী সরকার।

বিভিন্ন রাজ্য নির্বাচন মিটতেই চড়া হারে ধাপে ধাপে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পশ্চিম এশিয়ায় ইরানের ওপর আমেরিকা-ইসরাইলের যৌথ হামলা শুরু হওয়ার পর থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। যদিও অপরিশোধিত তেলের দাম বিশ্ব বাজারে কম থাকার সময়েও ভারতে পেট্রোপণ্যের দাম কমে নি। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার বারবার শুল্ক চাপিয়ে নিজেদের রাজকোষ ভরছে। ভারতবর্ষের পরিবহণ ব্যবস্থার শিরদাঁড়া হল ডিজেল চালিত ট্রাক ও অন্যান্য পরিবহন। ডিজেলের দাম বাড়লে চাল, ডাল, সজি, ওষুধ ইত্যাদি সবকিছুর পরিবহন খরচ বাড়ে। অর্থাৎ জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধি সরাসরি সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে আগুন লাগায়। ভারত সরকার মার্কিন-ইসরাইল অক্ষের হামলার বিরোধিতার বদলে তাদের দিকেই ঝুকেছে। তারফলে ভারতের সরাসরি জ্বালানী আনার পথগুলি অস্থিতিশীল হয়েছে। ভারতের জ্বালানীর সুরক্ষা কমেছে। পেট্রোলের কম ব্যবহার মানে সেলসপ্রমোশন কর্মীদের মোটরবাইক কম চালাতে হবে, পায়ে হেঁটে, ট্রেনে-বাসে কাজ করতে হবে অর্থাৎ সঠিক সময়ে ডাক্তার

বাবুদের নিকট পৌঁছানোর অনিশ্চয়তা—পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হওয়ার আশঙ্কা। অন্যদিকে অধিকাংশ কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বছরের পর বছর দৈনিক কাজের ভাতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মুখে কুলুপ এটেছে। অর্থাৎ “কম খাও, দেশ বাঁচাও”—“কর্তৃপক্ষের মুনাফা বৃদ্ধি করে”।

মোদীর তৃতীয় পরামর্শ—“সোনা কিনবেন না”। এখানেও একটা সুক্ষ্ম ভাঁওতাবাজি আছে। ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বর্ণ আমদানিকারক দেশ। এর ফলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। তাই সরকার সোনা কেনার ক্ষেত্রে জনসাধারণকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করছে। ভারতের বাস্তবতায় সোনা শুধুমাত্র বিলাসবহুল বস্তু নয়, বহু পরিবারের কাছে “শেষ সম্বল”। অনেকের কাছে তা হল “অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক নিরাপত্তা”। অর্থাৎ সোনা কিনতে না বলা মানে শুধুমাত্র আমদানি কমানোর আহ্বান নয়, এটি মানুষের আর্থিক আত্মরক্ষার একটি দীর্ঘ লালিত পদ্ধতিকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা।

কৃষিক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ আরো বিপজ্জনক। একদিকে কৃষকদের সার ব্যবহার কমাতে বলা, অন্যদিকে সাশ্রয়ী মূল্যের জৈব বিকল্পের সরবরাহের নিশ্চয়তা না দেওয়া যা কোনো দেশপ্রেম নয়, এটি একটি কৃষক বিরোধী পদক্ষেপ। পর্যাপ্ত সার মজুত রাখতে সরকারের ব্যর্থতার ফলে কৃষকরা সারের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধির কোপে পড়েছেন। ভোজ্য তেলের বিষয়ে মোদী সরকারের বিধিনিষেধেও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন গরীবরা। ভারত সরকার দেশীয় তৈলবীজ উৎপাদনকারী কৃষকদের প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দিয়েছে কর্পোরেট কৃষি ব্যবস্থার ভতুকিয়ুক্ত বিদেশী সংস্থার সঙ্গে। ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় খাদ্য উৎপাদক দেশ। তাই “৫০ শতাংশ সার কমিয়ে প্রাকৃতিক চাষে ফিরুন”—তা কি আদৌ বাস্তব সম্মত হবে? বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ছাড়া “প্রাকৃতিক চাষ” চাপিয়ে দেওয়া কৃষকদের কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে।

পরিশেষে কেন্দ্রীয় সরকার কোভিডের সময়কার “ওয়ার্ক ফ্রম হোম” সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে বলেছেন। দিল্লীতে ইতিমধ্যেই বেসরকারী অফিসে তা চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোট শেষে জয়ের আনন্দ উদ্‌যাপন করে মোদী আচমকই করোনা লড়াইয়ের স্মৃতি উল্লেখ দিয়ে ভয়াবহ সংকটের বার্তা দিয়েছেন। এই বার্তা শুধুমাত্র বিদেশী মুদ্রা বাঁচানোর নয়। মানুষের আয় বৃদ্ধির কোন বন্দোবস্ত না হলেও খরচ যে আগামী একবছরে দেড় থেকে দ্বিগুণ বাড়ছে সেটা একরকম নিশ্চিত। বিষয়টা অর্থনৈতিক যতটা, রাজনৈতিক ও ততটাই। তাই—“গলতি মোদী সরকার কী—কিমত জনতা চুকায়ঙ্গে”।

১ পাতার পর

শ্রমকোড বাতিল এবং সেলসপ্রমোশন এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন অফ সার্ভিস) অ্যাক্ট ১৯৭৬



আমাদের রাজ্য সংগঠন ডব্লিউএমএসআরআইউ, সর্বভারতীয় সংগঠন এফএমআরএআই এর নির্দেশিত পথে এই ধর্মঘটকে সার্বিকভাবে সফল করার উদ্দেশ্যে আমাদের নিজস্ব ৫টি দাবীসহ ধর্মঘটের দাবিগুলিকে আমাদের সদস্য, তাদের পরিবার এবং সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একাধিক কর্মসূচি পালন করে।

বিগত ৪ঠা মে ২০২৬, ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের ঠিক পরেই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গত ডিসেম্বর ২০২৫ যে খসড়া বিধি তৈরী করেছিল তার সামান্য কিছু পরিবর্তন করে লাগু করে। খসড়া বিধিতে শ্রমিক শ্রেণী যে সংযোজন বা পরিবর্তনগুলো চেয়েছিলেন তার কোনটিই গ্রাহ্য করা হয়নি, অথচ মালিকপক্ষের একাধিক আবেদন সংযোজন করা হয়।

সর্বভারতীয় সংগঠন এফএমআরএআই এর নির্দেশে সারা দেশের সঙ্গে ডব্লিউএমএসআরআইউ গত ১৩ই মে কালা শ্রম কোডের বাতিল এবং আমাদের অর্জিত সেলস প্রমোশন আইন ১৯৭৬ (Sales Promotion Employees Act 1976) ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে বিভিন্ন জেলার শ্রম দপ্তরে, জেলাশাসকের অফিসে এবং কলকাতাতে কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর নিজাম প্যালেসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত হয়। রাজ্যের ১৫টি জেলা কমিটি নিজ নিজ জেলার শ্রম দপ্তরে/জেলাশাসকের দপ্তরে কালা শ্রমকোডের প্রতিলিপি পুড়িয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় এবং বিক্ষোভ সভা থেকে একটি প্রতিনিধি দল শ্রম আধিকারিককে সাক্ষাত করে অবিলম্বে কালা কোড বাতিল করে সেলস প্রমোশন আইন ১৯৭৬ -কে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানানো হয়। এই কর্মসূচিতে জেলাগত ভাবে উপস্থিতি যথাক্রমে কোচবিহার (৩৫), জলপাইগুড়ি (১৮), দার্জিলিং (২০), উত্তর দিনাজপুর (৬০), দক্ষিণ দিনাজপুর (১০), মালদা (২৮), মুর্শিদাবাদ (৩০), নদীয়া (৫৯), পূর্ব মেদিনীপুর (১৬), পশ্চিম মেদিনীপুর (৫৩), পূর্ব বর্ধমান (৫৫), পশ্চিম বর্ধমান (১১), বাঁকুড়া (১০), বীরভূম (১০), পুরুলিয়া (৩১) এবং কলকাতায় কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর নিজাম প্যালেসে কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী ৫টি জেলার সদস্যদের একত্রে বিক্ষোভ কর্মসূচির থাকলেও প্রশাসন শেষ মুহূর্তে কোন অজ্ঞাত কারণে ও অগণতান্ত্রিক ভাবে অনুমতি দিতে অসম্মত হয়। স্থান পরিবর্তন করে

ইন্টালি মার্কেটের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ সংঘটিত করা হয়। যেখানে প্রায় ২০০-এর বেশি সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থেকে এই কালা শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। ৫টি জেলার জেলা গত উপস্থিতি যথাক্রমে কলকাতা (৮০), উত্তর ২৪ পরগনা (৫০), দক্ষিণ ২৪ পরগনা (২৭), হাওড়া (৩২), হুগলি (২৯)। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন এফএমআরএআই এবং ডব্লিউএমএসআরআইউ এর সাধারণ সম্পাদকসহ সিআইটিইউ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সারা রাজ্যজুড়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ৬৫০ জনেরও অধিক সদস্য অংশ গ্রহণ করেন।

সিআইটিইউ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস

মেহনতি মানুষের ঐক্যকে আরো মজবুত করে জীবন-জীবিকা ও অধিকার আদায়ের লড়াই সংগ্রামকে আরো তীব্রতর করতে গত ৩০ মে রাজ্যজুড়ে মেডিক্যাল ও সেলস প্রমোশন কর্মীদের সংগঠন ডব্লিউএমএসআরআইউ-এর সমস্ত কার্যালয়ে ও রেপ্ট হাউসে সিআইটিইউ এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। প্রসঙ্গত, মেহনতি মানুষের ঐক্য ও সংগ্রামের স্লোগান তুলে ১৯৭০ সালের ৩০ মে, পথচলার শুরু দেশের অন্যতম বৃহত্তর শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ-এর। ১৯৭০ সালের ২৮ থেকে ৩০ মে, কলকাতায় প্রতিষ্ঠাকালীন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন কমরেড বি টি রণদিভে এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড পি রামমূর্তি। তারপর থেকেই শুরু শ্রমজীবীর ঐক্য গড়ার কাজ এবং জীবন-জীবিকার অধিকার আদায়ের দুর্দমনীয় লড়াই। ডব্লিউএমএসআরআইউ তার জন্মলগ্ন থেকে সিআইটিইউ-এর পথে সেলসপ্রমোশন কর্মীদের জন্য অধিকার আদায়ের লড়াই-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম কোড লাগুর মতো শ্রমিকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা, ৮ ঘন্টা কাজ, ন্যূনতম মজুরির আন্দোলনে সিআইটিইউ এর পতাকাতে ডব্লিউএমএসআরআইউ-এর সদস্যদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়কালে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে হকারদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদের রুটি-রুজির লড়াই এ সিআইটিইউ-এর সাথে সেলস প্রমোশন কর্মীরা সামিল হচ্ছেন। তাই আগামীদিনে সিআইটিইউ-এর শপথে বলীয়ান হয়ে সেলস প্রমোশন কর্মীদের অধিকার রক্ষার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে—সিআইটিইউ এর প্রতিষ্ঠা দিবসে এটাই হবে আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এ্যান্ড সেলস প্রিভেজেন্টেটিভস ইউনিয়ন-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক সুমন ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।